আগমনী।

অর্থাৎ

শ্রীশ্রী৺ মহামায়ার আগমনাবধি
বিজয়া পর্য্যন্ত।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ শান্যালের সাহায্যে

শ্রীব্রজগোপাল বসাক প্রণীত।

কলিকাতা।

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮৩।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

মঙ্গলাচরণ।

পদ্য।

সর্ব্বময়ী নলাভঙ্গী বাক্য বিনোদিনী।
কৃপা করি কৃপা কর ভাব প্রদায়িনী॥
নব মালা করি আমি ভাব পুষ্প-বনে।
গাঁথিব ভাবের মালা অভিলাষ মনে॥
কিন্তু না গো চক্ষে হেরি ভাব পুষ্পবন।
পড়িয়াছি ভাবার্ণবে কি করি এখন?॥
কেমনে তুলিয়া ফুল গাঁথি ভাব-মালা।
কৃপা করি বল শুনি সদাশিব বালা॥
না জানি ভকতি স্তুতি আমি মূঢ় মতি।
নিজ গুণে ভাব দান কর ভাববতী॥
তব কৃপা বলে মা গো কবি কালীদাস।
পুরালেন কত মত কবিতার আশ॥
অদ্যাপি কোবিদগণ তোমার কৃপায়।
কবিতা-কুসুম-হার পরেন গলায়॥
সম্প্রতি দীনের মনে এই অভিলাষ।
ফুটুক ভাবের পুষ্প ছুটুক সুবাস॥

বিজ্ঞাপন

কলিকাতার অন্তর্গত আহীরীটোলাস্থ ১ সংখ্যক ভবনে "বেঙ্গল ইম্পীরিএল প্রেসে" নিম্ন লিখিত পুস্তকাদি মুদ্রিত হইয়াছে গ্রাহকগণ উল্লিখিত স্থানে মূল্য সহ তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

প্রেমফাঁসি। ।০

অদ্ভুত গল্পাবলী। ৵০

অজ্ঞাতের রহস্য। ৵

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। ৷৵০

"শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা" বলি চারিদিগে চায়।
উমারে না হেরে পুন করে হায়! হায়! ॥
ক্ষণে দেখে ক্ষণে নাই, না পায় দেখিতে।
পুনঃমূর্চ্ছাগতা রাণী হইলা মহীতে ॥
ভক্তি ভাবে কবি কয় শুন গিরি রাণী।
হৃদাকারে পুত্রঘোর ধরি ভাব গো ভবানী ॥

মেনকার বিরহ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

চেতন পাইয়া রাণী, ভাবেতে ভাবে ভবানী,
জ্ঞান হয় পাগলিনী প্রায়।
এসো উমা কোলে করি, নতুবা পরাণে মরি,
কি হইল হায়, হায়, হায় ॥
তদ্বিরহ দাবানলে, এদেহ কানন জ্বলে,
দগ্ধ হয় মানস হরিণ।
আসি মাগো নিজ ঘর, মার বাঞ্ছা পূর্ণ কর,
তব দুঃখে দুঃখী অনুদিন ॥

তুমি রে নয়ন তারা, তোমাধনে হয়ে হারা,
বহে ধারা যুগল নয়নে ;
নাহি সুখ একটুক, দুঃখেতে বিদরে বুক,
হেরি রূপ শয়নে স্বপনে ॥
উচাটন মম প্রাণ, সদা করে হান্ হান্,
পরিত্রাণ কর ত্বরা তারা ।
চক্ষে দেখি অন্ধকার, বক্ষ বেয়ে বহে ধার,
অনিবার দুনয়ন তারা ॥
এইবারে গিরি রাণী, কহে শুন শৈল মণি,
এ কাহিনী করিয়া বিস্তার ।
ক্ষণে উঠে বসে, লুটে, ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে,
ক্ষণে ক্ষণে করে হাহাকার ॥
শোকেতে অবশ কায়, শোকে শোক[illegible]
সুত হেতু অস্থির জীবনে ।
হেরিয়া বিমল ইন্দু, উথলে শোকের সিন্ধু,
দ্বিগুণ জ্বলিল জ্বালা মনে ॥
দুঃখ-নাশি শ্রীদুর্গার, মনে স্মরে অনিবার
নিরাকার সাকার সার ।
এক স্থানে স্থির নয়, সতত অস্থির হয়,
পুনঃ যায় শয়ন আগার ॥

পর্য্যঙ্কেরে পরিহরি, ভূতলে শয়ন করি;
মুখে কন উমা আলি কিরে।
আয় মাগো কোলে করি, সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি,
মুখা খাও জননীর কিরে॥
সুধাকর লুকাইল, প্রভাকর প্রকাশিল,
ভাঙ্গিল জীবের ঘোর ঘুম।
রখিল কোকিলগণ, মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণ,
ছাড়ি তান করে মহা ধূম॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যারা, কোসা কুসি লয়ে তারা,
স্নান হেতু গঙ্গা তীরে যান।
সারঙ্গ করিয়া রঙ্গ, বিয়োগীর দহে অঙ্গ,
সুমধুর স্বরে ছাড়ি তান॥
দোকানী পসারী যারা, পাখী করে করি তাঁরা,
রাধাকৃষ্ণ প্রভাতে শিখায়।
ঝরিছে বকুল ফুল, ঘ্রাণে করে প্রাণাকুল,
অলি কুল দলে দলে ধায়॥
মহিষীর এ ঘটন, অজ্ঞাত গিরি রাজন,
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিয়া প্রভাতে।
প্রাতঃক্রীড়া সাঙ্গ করি, মুখে দুর্গা দুর্গা স্মরি,
চলিলেন বাহির সভাতে॥

মেনকার সহচরী, গাত্রোত্থান সবে করি,
প্রবেশিয়া রাজ্ঞীর মন্দিরে।
দেখে রাণী মহীতলে, ভাসিছে রোদন জলে,
হেরি ভীতা হইল সখীরে॥
প্রণাম করিয়া পায়, কোন সখী কাছে যায়,
কেহ কথা কয় ধীরে ধীরে।
কেন রাণী হেন বেশ, আলু থালু ঘন কেশ,
বিশেষ ভাসিছ আঁখি নীরে॥
না করেন প্রত্যুত্তর, সখীগণ সকাতর,
চক্ষে মুখে বারি দান করে।
ভূতল হইতে সবে, ধরাধরি করি তবে,
শোয়াইল পর্য্যঙ্ক উপরে॥
ছট্ ফট্ করে রাণী, আননে সরেনা বাণী,
ভবানী ভবানী বাণী সার।
কেহ বা হেরিয়া রূপ, ধাইল যথায় ভূপ,
বিস্তারিতে সার সমাচার।
শুনি হেন সমাচার, সবাকার শবাকার,
হাহাকার করে উচ্চারণ।
ভূপতি ব্যাকুল হয়ে, ধাইলা বণিতালয়ে,
প্রিয়া দুখে দুঃখান্বিত মন॥

উমা আমার জীবন। ২
জীবন কি রহে নাথ বিহনে জীবন ? ॥
সে যে নয়নের তারা। ২
আঁখি কি হে শোভা পায় বিনে প্রাণতারা ?
হলো মন মত্ত করী। ২
উমার বিচ্ছেদানল কিসে সহ্য করি ॥
আনি দিবে কি হে শিবে। ২
করুণা করিয়া মুক্তি করিতে অশিবে ? ॥
আনি উমারে সদন। ২
ত্বরা করি কর নাথ শোভন সদন ॥
আহা ! হেরি নবঘন। ২
ঘন ঘন মনে পড়ে কেশ পাশ ঘন ॥
রাত্রে হেরে শশধর। ২
মনে পড়ে উমার সে মুখ শশধর ॥
হেরে সরসে সরস। ২
অমনি যে মনে হয় সে হাসি সরস ॥
যদি কোকিল কুহরে। ২
বিষ তুল্য জ্ঞান হয় শ্রবণ কুহরে ॥
যদি হেরি স্বর্ণ বালা। ২
দুঃখে জ্বলি মনাগুনে বিনে স্বর্ণ বালা ॥°

যদি হেরি হে স্ববর্ণ। ২
স্মরিয়া বিবর্ণ বর্ণ উমার স্ববর্ণ॥
তুমি বুঝিলেনা সার। ২
অসাড় হইয়া আছ লইয়া অসার॥
কহে কবি যুড়ি কর। ২
উমারে আনিতে গিরি সজ্জা ত্বরা কর॥

লঘুত্রিপদী।

নারীর বচন, শুনিয়া তখন,
কহিছেন হিমালয়।
শুন প্রাণেশ্বরি, নিবেদন করি,
পরিহর দুঃখ চয়॥
উমার কারণ, অধৈর্য্যা এমন,
হইয়াছ প্রাণপ্রিয়ে।
আহা! তব রূপ, স্বরূপে বিরূপ,
হেরিয়া দহিছে হিয়ে॥
হেরি ম্রিয়মান, জ্বলে মম প্রাণ,
বিশেষ কি কব ধনী।
তব দুঃখে দুঃখি, তব সুখে সুখি,
থাকি যে দিবা রজনী॥

অৰ্দ্ধ অঙ্গ যেই, দুঃখ পেলে সেই,
অবশিষ্ট অঙ্গ দয় ।
এই ত বচন, কহে সাধারণ,
ব্যক্ত চরাচরময় ॥
হেরি তব বেশ, হইছে যে ক্লেশ,
পরিশেষ নাহি তার ।
এলে উমাধন, হবে বিমোচন,
ভাবেতে ভেবেছি সার ॥
কহিলে যে কথা, তাহে বড় ব্যথা,
মনেতে পেয়েছি ধনী ।
বিভব লইয়া, মজেছে মাতিয়া,
ভুলিয়াছি উমা মণি ॥
আমি আশা করি, আনিয়া শঙ্করী,
শঙ্কর চরণ পূজি ।
মায়ের মায়ায়, মোহিত ধরায়,
নষ্ট হয় আশা পুঁজি ॥
সদা করি মন, কৈলাসে গমন,
করিয়া আনিব শিবা ।
সয়ে রাজ কার্য্য, নাহি হয় ধার্য্য,
প্রকৃতি প্রকৃতি কিবা ॥

ফলে প্রিয়ে ধন, এখনি গমন,
করিব কৈলাস ধামে।
এতেক কহিয়া, সান্ত্বনা করিয়া,
বসান রাণীরে বামে॥
দেখি দাসীগণ, আসিয়া সদন,
চামর ব্যজন করে।
কেহ খাদ্য লয়ে, রাণীর আলয়ে,
রাখিলা রাজার তরে॥
পরে গিরিপতি, সুবিমল মতি,
শীঘ্রগতি করি স্নান।
হইয়া বিরস, খাদ্যাদি সরস,
মনোদুঃখে কিছু খান॥
শৌচ আচমন, করিয়া তখন,
তাম্বুল বদনে দিয়া।
কন সকাতরে, সখীর গোচরে,
মন্ত্রীরে আন ডাকিয়া॥
রাজার বচন, শুনিয়া তখন,
চলিল সভায় দাসী।
ডাকি মন্ত্রীবরে, কহে মৃদুস্বরে,
অধরে ঈষৎ হাসি॥

ও হে মন্ত্রিবর, শুন সুসত্ত্বর,
নৃপতির অনুমতি।
চল মম সনে, ত্বরিত গমনে.
কৃপা করি মহামতি॥
সখীরবচন, করিয়া শ্রবণ,
চলিলেন মন্ত্রীবর।
ভূপের সদন, করিয়া গমন,
কহেন যুড়িয়া কর॥
শৈল মহারাজ, সাধিব কি কাজ,
কি হেতু আমার আশা।
সভাসদগণ, সবে উচাটন,
শুনিতে ভূপের আশা॥
যাব ত্বরাকরি, শিরে আজ্ঞা ধরি,
বিলম্ব সহেনা আর।
প্রভাকর কর, হইল প্রখর,
ক্রমে ধর্ম্ম-অবতার॥
মন্ত্রীর বচন, শুনিয়া তখন,
কহেন রাজন সার।
যাইব কৈলাসে, জামাতার বাসে,
সঙ্গে কেবা যাবে আর॥

শুনি মন্ত্রীবর, করি যুগ্ম কর,
বিনয় বচনে কয়।
যাবে দাস দাসী, লয়ে দ্রব্য রাশি,
এই ত বিধান হয়॥
শুনি হেন ভাষ, মানসে উল্লাস,
গণিয়া শিখর রাজ।
উমায় আনিতে, চলিলা ত্বরিতে,
পরিয়া সুন্দর সাজ॥
সঙ্গে দাস দাসী, লয়ে দ্রব্য রাশি,
মহানন্দে সবে চলে।
চলিতে বেদনা, পায়েতে পায় না,
শ্রীদুর্গা স্মরণ ফলে॥
কৈলাসের শোভা, মুনি মনোলোভা,
হেরিয়া হর্ষিত কায়।
কিবা সরোবর, জল মনোহর,
জলচর ভ্রমে তায়॥
তাহে পদ্মদলে, আলো করে জলে,
অলি দল হেরি ধায়।
রাজহংসগণ, মৃণাল কারণ,
ভ্রমে অনুক্ষণ তায়॥

আনন্দ কানন, হেরি সর্ব্বজন,
নিরীক্ষণ করে সুখে।
বৃক্ষে শুক সারী, বসে সারি সারি,
রহিয়াছে মুখে মুখে॥
নানা জাতি ফুল, মল্লিকা বকুল,
ঘ্রাণেতে ব্যাকুল মন।
কামাগুনে কাম, দহে অবিরাম,
নিরখিলে সে কানন॥
নানা পক্ষীগণ, গায় অনুক্ষণ,
ভুবন মোহন স্থান।
সারঙ্গ বিহঙ্গ, করে নানা রঙ্গ,
ছাড়িয়া মোহন তান॥
মণি চুণি কত, শোভা নানামত,
হীরক তারক প্রায়।
সুবর্ণ মন্দির, হেরিলে অচির,
সুস্থির অস্থিরকায়॥
তথা হরি সহ, রহে অহরহ,
করিয়া প্রণয় সার।
কেহ নাগসঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
বিকার নাহিক কার॥

হিংসা রাগ দ্বেষ, নাহি তথা লেশ,
সমভাবে সবে রয়।
শ্রীমন্ত বসন্ত, লইয়া সামন্ত,
অবিরত বিহরয়॥
হেন দরশনে, সকলের মনে,
অপরূপ ভাবোদয়।
ভাবে সবে মন, এ আর কেমন,
সর্ব্ব স্থান জ্যোতির্ম্ময়॥
ধনালয়ে দ্বারী, কুবের ভাণ্ডারী,
অকাতরে দান করে।
হেরি এ সকল, মানসে ঘটল,
প্রশংসা করয়ে হরে॥
আহা! সে বিভব, হেরি অসম্ভব,
অনুভব করা ভার।
তবে কেন লোক, বৃদ্ধি করে শোক,
দোষ দিয়া জামাতার॥
দেব মহেশ্বর, যোগী যোগেশ্বর,
খ্যাত চরাচরময়।
মদীয় দুহিতা, তাঁহার বনিতা,
করিছেন সুখে ঘর॥

ভিখারী শঙ্কর, বলে মূঢ় নর,
সে তো ভিক্ষা ভিক্ষা নয়।
ভিখারীর বেশে, যান দেশে দেশে,
ছলিবারে ভাবে লয়॥
এত মনে ভাবি, ভাবি ভাব ভাবী,
উপনীত গিরি রাজ।
হেরি পিতৃ মুখ, উপজিল সুখ,
বাহিরে ঈষৎ লাজ॥
কহে কবিবর, লাজ পরিহর,
কি কায অলিক যুক্তি।
[illegible]
কৃপা করি [illegible]॥

পয়ার।

অকস্মাৎ হিমালয় করি বিলোকন।
আহ্লাদ সাগরে ভাসে সখীদের মন॥
কোন সখী আনি দেয় পা ধোবার জল।
কেহ আনে সিংহাসন শোভা শতদল॥
পাদ্য অর্ঘ্য আনি কেহ দেয় ততক্ষণে।
পদ ধৌত করি গিরি বসিলা আসনে॥

চারিপাশে চামর লইয়া দাসীগণ।
মৃদু ২ ভাবে করে ভূপেরে ব্যজন॥
জলযোগ করি পরে নগেন্দ্র রাজন।
আচমন করি বৈসে পুলকিত মন॥
তাম্বুল আনিয়া ত্বরা দিল কোন দাসী।
হাসি হাসি খান তাহা ভূপ গুণ রাশি॥
সুখ দুঃখ কথা পরে হয় বাপ্ ঝিয়ে।
সজল লোচনে কন্যা সদাশিব প্রিয়ে॥
বহুকাল গতে পিতা তব আগমন।
কহ শুনি সমাচার আছ গো কেমন॥
আমার জননী বল আছেন কিরূপ।
কৃপা করি কহ পিতে শুনিব স্বরূপ॥
তোমা দোহে না হেরিয়ে যে যাতনা মনে।
একাননে আমি তাহা কহিব কেমনে॥
কেমন করিয়া পিতা ছিলে ভুলে বাসে।
দুঃখিনী নন্দিনী তব দুঃখ নীরে ভাসে॥
তোমরা হোয়েছ আহা! বড়ই কঠিন।
ভাবিয়া আমার তনু দিন দিন ক্ষীণ॥
গিরি কন ও মা উমা শুন কহি সার।
এক কন্যা বিনা অন্য কে আছে আমার?॥

অনাহারে প্রাণ ছাড়া হোয়ে থাকি সেথা।
রাজ কার্য্যে ব্যস্ত হেতু নাহি আসি হেথা॥
তোমা বিনা গৃহ বাস সব অন্ধকার।
আহা! তার সুআকার কুআকার সার॥
ক্ষীর্ণা শীর্ণা কলেবর করে হাহাকার।
কি কহিব দুঃখ তার কহিতে অপার॥
একে উমা উমা রব দিবস যামিনী।
স্বপ্ন দেখি হইয়াছে তাহে পাগলিনী॥
স্বপনে হেরিয়া তোরে শমন সদনে।
তদবধি মনোদুঃখে আছে ম্রিয়মানে॥
বিধিমতে বুঝাইয়া সান্ত্বা করি তারে।
এসেছি কৈলাসে পরে লইতে তোমারে॥
বিলম্বেতে ও মা উমা নাহি প্রয়োজন।
বিলম্ব হইলে পাছে ত্যজে সে জীবন॥
জনকের মুখে শুনি এতেক বচন।
জননীর শোকে অতি শোকাকুলা মন॥
পিতারে প্রবোধ দিয়া প্রবোধ বচনে।
বিদায় চাহিতে যান পতির সদনে॥
সবিনয়ে কবি কয় দেব ত্রিলোচনে।
আজ্ঞা দিন যান শিবা জনক ভবনে॥

ছেলে মেয়ে ডেকে এনে শীঘ্র সার কাজ।
পরাও বিচিত্র বস্ত্র পরাও সুসাজ॥

এইরূপ জয়ারে করিয়া অনুমতি।
নন্দী প্রভৃতি ডাকি কন হাসি পশুপতি॥
ওহে নন্দি! তোমরাও ত্বরা সাজো আগে।
বৃষভে সাজাও আমি সাজি অনুরাগে॥
কি কর কুবের তুমি শুন কহি সার।
সঙ্গে করি লয়ে চল রতন ভাণ্ডার॥
ভৃঙ্গীরে বলেন চাই মাথ বুকে মুখে।
সিদ্ধি খেয়ে যাত্রা সিদ্ধি করি সবে সুখে॥
শিবাদেশ পেয়ে সবে হরষিত মন।
অমনি তখনি করে সব আয়োজন॥
ভূত প্রেত এই বলে করিতেছে দাপ্।
"মা যাবে বাপের বাড়ী সঙ্গে যাবে বাপ্॥"
রাজ্যের বিভূতি ভস্ম খুঁজিয়া আনিল।
ভাগাড়ের হাড় আর কিছু না রাখিল॥
সৃষ্টির সিদ্ধির গাছ উপাড়িয়া আনে।
আনিল ধুতুরা ফল যা ছিল যেখানে॥
এ দিগে বিজয়া জয়া উমারে সাজায়।
আসিলেন মহাদেব সাজিয়া তথায়॥

হেরিয়া ভবানী কন মহেশের প্রতি।
ছি ছি নাথ এ বেশে কি তথা করে গতি? ॥
বসন পিন্দন কর মম বাক্য ধর।
বাঘাম্বর দিগম্বর ত্বরা পরিহর ॥
অস্থি মাল হাড় পরে করি পরিহার।
কনক ভূষণ পর বাসনা আমার ॥
শুনিয়া কহেন শিব করুণা বচনে।
ও কথা বলোনা আর ছি ছি ত্রিলোচনে ॥
চিরকাল আছে যাহা বসন ভূষণ।
তোমার কথায় তাহা ত্যজি কি এখন ? ॥
পতি বাক্য শুনি সতী কহেন হাসিয়া।
ত্যজিতে পারনা কেন কিসের লাগিয়া ? ॥
শঙ্করীর বাক্য শুনি কহেন শঙ্কর।
এ কথা কি আছে দুর্গে তব অগোচর ? ॥
যতবার পরিহার করিয়াছ কায়া।
অস্থিমালে তার সংখ্যা রাখি মহামায়া ॥
ঈশানের বাণী শুনি ঈশানী তখন।
বলে তবে প্রাণ নাথ করহে স্মরণ ॥
এত বলি মহেশ্বরী মহেশ্বর প্রতি।
এ দিগে পিতারে কন করিয়া মিনতি ॥

শুন পিতা চারু রথে করি আরোহণ।
ত্বরায় গৃহেতে গিয়া কর আয়োজন॥
শুনিয়া কন্যার কথা অচল রাজন।
গৃহে গেলা চারু রথে করি আরোহণ॥
হেরিয়া পতির গতি সহ পরিজন।
কাঁদিয়া মেনকা কন কোথা তারাধন॥
হিমালয় কন প্রিয়ে স্থির কর মতি।
আসিবে জামাই কন্যা লইয়া সন্ততি॥
এত বলি সন্তোষিয়া অচল ভূপতি।
সমুদায় আয়োজন করে শীঘ্রগতি॥
এখানে ভবানী কন ভবেশের প্রতি।
এসো নাথ যাত্রা করি সকলে সম্প্রতি॥
এত বলি যাত্রা করি লয়ে পরিবার।
চলিলেন শিব শিবা অচল আগার॥
হেনকালে পথ মধ্যে হইল আঁধার।
কে বুঝে মায়ার মায়া মায়ার আধার॥
দেব দেব মহাদেব করেন দর্শন।
প্রবাহিত রক্ত নদী ভীষণ বরণ॥
উঠিছে তরঙ্গ তার পর্ব্বত প্রমাণ।
কল কল শব্দ শুনে স্তব্ধ করে প্রাণ॥

অকস্মাৎ রক্ত নদী হেরি ঘোর তর।
শঙ্করীর প্রতি কন বিনয়ে শঙ্কর॥
পথেতে রুধির নদী হেরি কি কারণ।
করুণা করিয়া প্রিয়ে কহ বিবরণ॥
শুনি প্রত্যুত্তর শিবা করেন শঙ্করে।
যতবার ধরিয়াছি তোমারে উদরে॥
উহার শোণিতে এই হইয়াছে নদী।
কহিতে হইল সত্য কহিলেন যদি॥
এইরূপে দোঁহে হয় কথোপকথন।
কবি কয় কর ত্বরা অচলে গমন

হিমালয়ে হর পার্ব্বতীর শুভাগমন।

দীর্ঘত্রিপদী।

ভাবেতে ভাবিয়া তারা, মুদিয়া নয়ন তারা,
মেনকা পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যায়।
অচলের অধিপতি, বিমোহিত চিত্ত অতি,
মোহে মুগ্ধ মায়ার মায়ায়॥
যত সব পুরবাসি, দ্বারপাল দাস দাসী,
কেহ আর নাহি সচেতন।
রজনীর অন্তভাগে, তপন আপন রাগে,
প্রাচী দিগে প্রকাশে কিরণ॥
হেনকালে আচম্বিতে, আনন্দ সবার চিত্তে,
হৈমবতী পতির সহিত।
লোয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিকেয় গণপতি,
জনকের গৃহে উপস্থিত॥
পক্ষীগণ মন সুখে, শিব দুর্গা বলে মুখে,
অভয়ার হেরি আগমন।
অকালে কোকিলগণ, হোয়ে প্রফুল্লিত মন,
আনন্দে ঝঙ্কারে ঘনেঘন॥

নগর নাগরী যারা, বারতা পাইয়া তারা,
দিশে হারা ছুটে এসে সব।
বাহ্যজ্ঞান শূন্যাকার, নাহি বেশ অলঙ্কার,
মুখে মাত্র দুর্গা দুর্গা রব ॥
কোন ধনী কাছে এসে, কহিতেছে হেসে হেসে,
ত্বরা করি উঠ মা অচলা।
মঙ্গলাচরণ কর, আমার বচন ধর,
মা তোমার এসেছে মঙ্গলা ॥
শুনি হেন শুভ বাণী, কহেন মেনকা রাণী,
আহা ! ধনী কি ধ্বনি করিলে।
শ্রবণে হর্ষিত কায়, এ কথা কহিব কায়,
মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিলে ! ॥
এত বলি গিরি রাণী, উল্লাসে সরেনা বাণী,
পতিপাশে গিয়া দ্রুতগতি।
কোমল বচনে কয়, উঠ গিরি গুণময়,
পার্ব্বতীর হইয়াছে গতি ॥
শুনিয়া মঙ্গল স্বর, উঠিলেন নৃপবর,
মুখে করি শিব দুর্গা ধ্বনি।
শিব শিবা আগমনে, অপার প্রফুল্ল মনে,
সুখ কূপে পশিলা অমনি ॥

ব দ্বার দ্বার, জানাইল সমাচার,
আনাইলা গুরু পুরোহিত।
করি নানা রূপ, রাণী সহ চলে ভূপ,
শিবদুর্গে আনিতে ত্বরিত॥
দুহিতা মুখ, ঘুচিল মনের দুখ,
প্রেম ধারা বহে দুনয়ন।
ভাবে নৃপধন, অনিমিষে বহুক্ষণ,
হরগৌরী করে দরশন॥
উদয় জ্ঞান, দোঁহাকার করে ধ্যান,
ভক্তি ভাবে মনে হিমালয়।
লে দেখি ভূপ, সুচারু ব্রহ্মের রূপ,
একেবারে মোহিত হৃদয়॥
রে মহামায়া, সৃজিলেন মহামায়া,
ভূপতির স্বভাব অভাব।
জামাতা বোলে, স্নেহ রসে যায় গলে,
মায়ার কি মায়ার প্রভাব?॥
কাছে গিয়া, মনোভাব প্রকাশিয়া,
মনোময় দুঃখ করি নাশ।
তার কর ধরি, বহু সমাদর করি,
যথা রীতি করিলা সম্ভাষ॥

এক বৎসরের পরে, আসিয়া বাপের ঘরে,
মহা আনন্দিতা ভগবতী !
এ দিগেতে হিমালয়, লয়ে স্বীয় নাতি দ্বয়,
বদন চুম্বিলা মহামতি ॥
পাসরিয়া দুই পাণি, কন্যা কোলে করি রাণী,
ঘন ঘন করেন চুম্বন ।
হাসি কয় কবিবর, ত্বরা করি গিরিবর,
পূজার করহ আয়োজন ॥

পদ্য ।

এইরূপে গিরিপুরে মহানন্দময় ।
কিবা সুখী কিবা দুঃখী সুখী সমুচয় ॥
পাসিয়া আনন্দ নদে নগেন্দ্র রাজন ।
গুরু পুরোহিত ডাকি কহেন তখন ॥
শ্রীদুর্গা অর্চ্চনা আমি করিব ত্বরিত ।
অতএব কর সবে যা হয় বিহিত ॥
শুনিয়া রাজার বাণী গুরু পুরোহিত ।
বলে মহারাজ শুন অর্চ্চনের রীত ॥
ভক্তিভাবে কায়মনে হোয়ে সাবধান ।
ষোড়শোপচারে পূজা কর পুণ্যবান ॥

হরিরলুট উপাখ্যান

পুস্তক।

শ্রী কুঞ্জবিহারী দেব কর্ত্তৃক

বিরচিত হইয়া

কলিকাতা

নিউংপ্রেস যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৭৯।

এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়গণ কলিকাতার সিমু-লিয়ার নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে ২৮ নং ভবনে উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা মোং নেটেবুরুজের বাজারে শ্রীযুত আনন্দ চন্দ্র ঘোষের গোলায় তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

সরস্বতী বন্দনা।

বন্দ মাতা বীণাপাণি বেদাঙ্গ বাহিনী।
বাগ্‌দাত্রী সরস্বতী অজ্ঞতা-নাশিনী॥
শ্বেতাম্বরা বীণা ধরা জগজ্জননী।
মূর্খের মূর্খতা হরা জ্ঞান প্রদায়িনী॥
জ্ঞানান্ধ জনের অন্ধ তিমির নাশিনী।
বাণী-হীন জনে বাণী প্রদান কারিণী॥
আমি অতি মূঢ়মতি কিছুই না জানি।
অজ্ঞান তিমির নাশ করগো জননি॥
করুণা প্রদান করি করুণা দায়িনি।
রসনায় উপবিষ্টা হওগো জননি॥
করিতে ভকতি স্তুতি, নাহি স্বরে বাণী
অজ্ঞানের নিবেদন শুনগো জননি॥
সংপ্রতি হৃদয় মধ্যে হয়েছে বাসনা।
করিব পুস্তক বঙ্গভাষায় রচনা॥
কিন্তু মম যত্ন গত্ব নাহি বিবেচনা।
জ্ঞানহীনে জ্ঞানদাত্রি করগো করুণা॥

রজনী প্রভাতে আর সন্ধ্যার সময়।
পুষ্পের সৌগন্ধে গ্রাম আমোদিত হয়॥
নিত্য কৃত্য পূজা হোম প্রতি ঘরে ঘরে
কমলা বিরাজমান হরিহর-পুরে॥
গ্রামের প্রান্তরে এক বাগান ভিতর।
ইষ্টকে নির্ম্মিত করা আছে দুই ঘর॥
অতিথি আইলে গ্রামে তথা হয় বাসা।
আহারীয় দ্রব্য পায় যার যেবা আশা॥
অপূর্ব্ব গ্রামের শোভা বর্ণনে অপার।
অধিক লিখিলে গ্রন্থ হইবে বিস্তার॥
একারণ করিলাম সংক্ষেপে বর্ণন।
এক্ষণে হরির লীলা করুন শ্রবণ॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম হৃদে করি ধ্যান।
লিখিব পুস্তক হরিস্নুট উপাখ্যান॥

মাধব মাতঙ্গিনীর বিবরণ।

হরিহরপুরে এক বিপ্রের নন্দন।
পত্নী বিনা তার আর নাহি অন্য জন॥
পরম ধার্ম্মিক বিপ্র অতি সুপণ্ডিত।
শ্রীমাধব নাম তাঁর সর্ব্বত্র বিদিত॥

ধর্ম্ম-পরায়ণা অতি তাঁহার ঘরণী।
সর্ব্ব গুণান্বিতা নারী নাম মাতঙ্গিনী॥
পতি সেবা বিনা রামা জল নাহি খায়।
সতত নিযুক্তা থাকে পতির সেবায়॥
দৈব কোন দিন দ্বিজ না আইলে ঘরে।
ব্রাহ্মণী সে দিন গৃহে থাকে অনাহারে॥
পতির দেখিলে কভু বিরস বদন।
নানামত স্তবে তুষ্ট করে তাঁর মন॥
পতির দেখিলে শ্রম উৎকণ্ঠিতা হৈয়া।
ঘর্ম্ম নিবারণ করে ব্যজন লইয়া॥
আহার করিতে নিত্যে যা হয় মানস।
তাহাই করিয়া রামা করেন সন্তোষ॥
পতি সেবা বিনা রামা অন্য নাহি জানে।
পতি ছাড়া তিলার্দ্ধ না রহে কোন স্থানে॥
এইরূপে স্ত্রী পুরুষে গৃহধর্ম্ম করে।
গর্ভবতী হৈল রামা কিছু দিন পরে॥
দুই মাসে নারীগণ করে কাণাকাণি।
তৃতীয় মাসেতে স্পষ্ট হৈল জানাজানি॥
চতুর্থ মাসেতে মি[illegible] যত নারীগণ।
ব্রাহ্মণীর নিকট[illegible] করিলা গমন॥

প্রতিবাসী নারীগণে দেখিয়া ব্রাহ্মণী।
বসিতে আসন আনি দিলেন তখনি।
শূদ্রের রমণীগণ প্রণত হইয়া।
পদধূলী লয়ে সবে বসিলেন গিয়া॥
সম্পর্ক বিশেষে ব্রাহ্মণের নারীগণে।
পরস্পর প্রণমিয়া বসিলা আসনে॥
হাসি হাসি মাতঙ্গিনী মৃদু মৃদু স্বরে।
নারীগণ প্রতি কহে অতি ধীরে ধীরে॥
নরাধমী পাপিনীরে নিদয় হইয়ে।
এত দিন কেহ না আসিতে মমালয়ে॥
আমিও একাকী গৃহে নাহি অন্য জন।
কোথাও যাইতে নাহি পারি একারণ॥
বুঝি সেই অভিমানে অভিমানী হয়ে।
কেহ না করিতে মনে পাপিনী বলিয়ে॥
এত দিন গৃহ মোর অন্ধকার ছিল।
অদ্য যেন কোটি চন্দ্র উদয় হইল॥
এই কথা শুনে হাসি কহে নারীগণ।
যে কারণে আসি নাই করুন শ্রবণ॥
সমস্ত দিবস গৃহ-কর্ম্মের কারণ।
নরিবার সাবকাশ না পাই কখন॥

হরিরলুট উপাখ্যান।

প্রাতঃকালে উঠে গৃহে বাসন মার্জ্জন।
তার পর রন্ধনের করি আয়োজন॥
রন্ধন করিতে হয় দ্বিতীয় প্রহর।
সকলেতে আহার করেন তার পর॥
তার পর গোটা চারি পোড়া মুখে দিয়ে।
হুকুরে ডুকুরে আনি বাসন মাজিয়ে॥
এইরূপ কর্ম্মে হয় দিবা অবসান।
তার পর নিত্য কৃত্য সন্ধ্যার বন্ধান॥
অধিক কি কব আর জানেন সকলি।
অদ্য যে কারণ আসা শুন তাহা বলি॥
তোমার গর্ভের বার্ত্তা শুনে লোক মুখে।
যে আহ্লাদ হইয়াছে কি কব তোমাকে॥
ঈশ্বরের স্থানে সবে মাগি এই বর।
পুত্রবতী হয়ে তুমি সুখে কর ঘর॥
হাসি হাসি মাতঙ্গিনী নারীগণ প্রতি।
কহেন মধুর বাক্য হয়ে হর্ষমতি॥
ঈশ্বর বিহনে মনুষ্যের সাধ্য নয়।
অবশ্য হইবে তাঁর যেবা ইচ্ছা হয়॥
এইরূপ মাতঙ্গিনী কহে নানামতে।
আর এক নারী কহে হাসিতে হাসিতে॥

শুন শুন ঠাকুরাণি আমার বচন।
তোমারে ছাড়িয়া যেতে নাহি স্বরে মন ॥
কি করিব পোড়া ননদিনী আছে ঘরে।
এক পা কোথাও যেতে নারি তার ডরে ॥
দৈব যদি কারু বাড়ী যাই একবার।
কহিতে নাপারি যত করে তিরস্কার ॥
শ্রীকুঞ্জবিহারী বলে আর কত বল।
দিবা অবসান হৈল গৃহে সবে চল ॥

শ্রীমাধবদ্বিজের স্বপ্ন দর্শন।

ক্রমে ক্রমে চারি মাস গর্ভ হৈল গত।
শুভ দিন দেখি দ্বিজ দিল পঞ্চামৃত ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ পরে করুন শ্রবণ।
এক দিন দ্বিজবর করিয়া শয়ন ॥
বাতিকের প্রাতুর্ভাবে দেখিল স্বপনে।
নারী তার ক্রীড়া করে উপপতি সনে ॥
হেন কালে ব্রাহ্মণের নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
শ্রীহরি স্মরণ করি উঠিয়া বসিল ॥
অসম্ভব স্বপ্ন দেখে ভাবে দ্বিজবর।
নারীর চরিত্র কিছু বুঝে উঠা ভার।

অতএব অদ্য আমি করিলাম পণ।
করিব না ব্রাহ্মণীর মুখ দরশন ॥
যামিনী প্রভাতা হৈলে দিব বনবাস।
নতুবা এ নারী হৈতে হবে সর্ব্বনাশ ॥
এইরূপ ভাবি দ্বিজ নিদ্রা নাহি যায়।
শয্যা কণ্টকির ন্যায় শয্যাতে গড়ায় ॥
ব্রাহ্মণী বলেন অদ্য কিসের কারণ।
অকস্মাৎ দেখি তব উৎকণ্ঠিত মন ॥
প্রতি রজনীতে প্রভু শয়ন করিয়া।
অনায়াসে নিদ্রা যাও অচেতন হৈয়া ॥
অদ্য কেন নিদ্রা ভঙ্গ হৈল আচম্বিতে।
বিশেষ বৃত্তান্ত বল দাসীর সাক্ষাতে ॥
দক্ষ নেত্র করে নৃত্য দিবস সর্ব্বরী।
ভাগ্যে কি ঘটিবে কিছু বুঝিতে নাপারি ॥
বল প্রভু কি ভাব উদয় হৈল মনে।
এত উৎকণ্ঠিত দেখি কিসেব কারণে ॥
ব্রাহ্মণ স্বপ্নের কথা রাখিয়া গোপনে।
বলেন যাইব আমি তীর্থ দরশনে ॥
বিশেষ বৃত্তান্ত এই কহিনু তোমারে।
প্রভাতে করিব যাত্রা তুমি থাক ঘরে ॥

দ্বিজ মুখে এই কথা শুনি অকস্মাৎ।
ব্রাহ্মণীর শিরে যেন হৈল বজ্রাঘাৎ॥
আঁখি ছল্ ছল্ করি কহে দ্বিজবরে।
কোথায় যাইবে প্রভু ফেলিয়া দাসীরে॥
এক তিল না হেরিয়া তব শ্রীচরণ।
গৃহেতে রহিতে নাহি পারি কদাচন॥
আমি একাকিনী গৃহে অন্য কেহ নাই।
কেমনে তোমারে ছাড়ি থাকিব গোসাঁই॥
ব্রাহ্মণ বলেন যদি না পার রহিতে।
তবে কল্য প্রাতে চল আমার সহিতে॥
ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু আমি গর্ভবতী।
কিরূপে তোমার সঙ্গে যাইব সংপ্রতি॥
দ্বিজবর বলে কর যাহা ইচ্ছা হয়।
প্রত্যুষে উঠিয়া আমি যাইব নিশ্চয়॥
ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু যা থাকে ভাগ্যেতে।
গৃহ-বাস ছাড়ি যাব তোমার সঙ্গেতে॥
বিধাতার লিপি কভু খণ্ডন না হবে।
জলে স্থলে যথা থাকি তথায় ঘটিবে॥
শ্রীকুঞ্জবিহারী বলে এই বাক্য সার।
বিধি-লিপি ফলিবার দেরি নাহি আর॥

এইরূপ নারীগণ কহে নানা মতে।
ব্রাহ্মণী কহেন পরে কান্দিতে কান্দিতে॥
দুঃখিনীর প্রতি সবে হইয়া সদয়।
জনমের মত অদ্য করহ বিদায়॥
যদি পুনরায় দেশে করি আগমন।
তবে সবাকার মুখ করিব দর্শন॥
নতুবা হইল দেখা জনমের মত।
এই কথা শুনে কান্দে নারীগণ যত॥
শ্রীকুঞ্জবিহারী বলে আর কত বল।
ব্রাহ্মণ হয়েছে ব্যস্ত শীঘ্রগতি চল॥

মাতঙ্গিনীর বনবাস।

নারীগণ নিকটেতে হইয়া বিদায়।
ব্রাহ্মণী আসিয়া শীঘ্র দ্বিজরে সুধায়॥
অনেক হইল বেলা দাসীর কারণে।
এক্ষণে করহ প্রভু যাহা তব মনে॥
ব্রাহ্মণ বলেন এক জলপাত্র লয়ে।
শীঘ্রগতি এসো তুমি গৃহে চাবি দিয়ে॥
মাতঙ্গিনী জলপাত্র লয়ে নিজ করে।
ব্রাহ্মণের পিছে পিছে যান ধিরে ধিরে॥

বাটীর অনতি দূরে দেখে অমঙ্গল।
ঊর্দ্ধমুখে রব করে শৃগাল সকল॥
সকুনি গিধিনীগণ মিলি একস্তরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে মস্তক উপরে॥
বুঝি কিছু অমঙ্গল ঘটিবে কপালে।
নতুবা এসব কেন দেখি যাত্রাকালে॥
এই কথা মাতঙ্গিনী ভাবিতে ভাবিতে।
মরাল গমনে যান দ্বিজের সঙ্গেতে॥
চলিতে চলিতে বেলা বাড়িল গগণে।
ব্রাহ্মণী কাতরা হয়ে বলেন ব্রাহ্মণে।
পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ আইনু এখন॥
অধিক চলিতে প্রভু না চলে চরণ।
একেত অবলা জাতি তাহে গর্ব্ভবতী।
অধিক চলিতে প্রভু নাহিক সকতি॥
ব্রাহ্মণ বলেন দেখ সম্মুখে যে গ্রাম।
ঐ গ্রামে অদ্য গিয়া করিব বিশ্রাম॥
দ্বিজমুখে এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী।
পিছে পিছে চলিলেন গজেন্দ্রগামিনী॥
ক্রমে ক্রমে সেই গ্রামে হয়ে উপনীত।
এক গৃহস্থের বাড়ী হলেন অতিথ॥

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দেখি হরষিত হয়ে।
গৃহস্থ বসিতে দিল আসন আনিয়ে॥
পদ-প্রক্ষালন বারি আনি দিয়া পরে।
ব্রাহ্মণীকে লোয়ে গেল বাটীর ভিতরে॥
হরষিতা হয়ে গৃহস্থের নারীগণ।
কেহ ব্রাহ্মণীকে দিল বসিতে আসন॥
কেহ ব্রাহ্মণীকে করে ব্যজনি ব্যজন।
কেহ ব্রাহ্মণীর করে পদ প্রক্ষালন॥
ব্রাহ্মণীকে নারীগণ সুস্নিগ্ধ করিয়া।
রন্ধনের আয়োজন করিলেন গিয়া॥
স্নান জলপান করি ব্রাহ্মণী তখন।
অন্ন ব্যঞ্জন আদি করিলা রন্ধন॥
স্নান পূজা করি পরে আসিয়া ব্রাহ্মণ।
পরিপূর্ণ রূপে তথা করিল ভোজন॥
পরেতে ব্রাহ্মণী কিছু করিয়া ভক্ষণ।
খট্টাঙ্গ উপরে গিয়া করিলা শয়ন॥
দিবা রাত্রি তথায় করিয়া অবস্থান।
প্রত্যুষে উঠিয়া দোঁহে করিল প্রয়াণ॥
পাঁচ ছয় ক্রোশ পরে করিয়া গমন।
সম্মুখে দেখিল এক বৃহৎ কানন॥

ক্রমে ক্রমে কাননেতে হোয়ে উপনীত।
কাননের শোভা দেখে হইল মোহিত॥
ডালে বসি পিকবর কুহু কুহু স্বরে।
আনন্দে করিছে রব বনের ভিতরে॥
ময়ূর ময়ূরী গণ আনন্দিত মনে।
পুচ্ছ প্রসারিয়া নৃত্য করে স্থানে স্থানে॥
নানা জাতি বন ফল করিয়া ভক্ষণ।
আনন্দে করিছে রব যত পক্ষীগণ॥
নানা জাতি কুসুমের সৌরভ পাইয়া।
ভ্রমিতেছে অলিকুল আনন্দিত হৈয়া॥
এইরূপ শোভা দেখি কানন ভিতরে।
ব্রাহ্মণী কাতরা হয়ে কহে দ্বিজবরে॥
কোন দিকে সরোবর দেখিতে না পাই।
পিপাশা হয়েছে বড় কি করি গোসাঞী॥
ব্রাহ্মণ বলেন তুমি বৈস এই স্থানে।
জলপাত্র লয়ে যাই জল অন্বেষনে॥
এই কথা বলি বিপ্র জল পাত্র লয়ে।
বারি অন্বেষন ছলে কিছু দূর গিয়ে॥
ব্রাহ্মণীরে ফেলে রাখি কানন ভিতর।
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন দ্বিজবর॥

আত্ম বন্ধু কেহ মোর নাহিক এখানে।
একাকিনী পড়ে আছি গহন কাননে॥
তোমারে দেখিয়া অদ্য হইল সাহস।
ক্ষণেক থাকিয়া মাতা পুরাও মানস॥
তথাস্তু বলিয়া বৃদ্ধা তথায় বসিয়া।
ব্রাহ্মণীর মুখ শশী দিলেন পুঁছিয়া॥
ক্ষণেক বিলম্বে দেখ হরির কৃপায়।
ব্রাহ্মণী প্রসব হৈল বিনা যন্ত্রণায়॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু রোদন করিল।
বৃদ্ধা নারী শীঘ্র করি কোলে তুলে নিল॥
দেখিয়া হরির লীলা যত দেবগণ।
স্বর্গ হৈতে করিলেন পুষ্প বরিষণ॥
অনতি বিলম্বে উঠি কহে মাতঙ্গিনী।
সেক্ তাপ কিসে হবে বলগো জননী॥
বৃদ্ধানারী কহে আমি আনিব সকল।
পুত্র মুখ দেখে কর জীবন সফল॥
তোমার পুত্রের রূপ হেরি দিবাকর।
সলজ্জিত হয়ে আছে গগণ উপর॥
দেখ দেখি তোমার পুত্রের মুখশশী।
জ্ঞান হয় উদয় হয়েছে পূর্ণ শশী॥

মাতঙ্গিনী পুত্র মুখ দেখিয়া নয়নে।
স্থবিরাকে কহে অতি আনন্দিতা মনে॥
তোমার কৃপায় মাতা এঘোর কাননে।
নির্ব্বিঘ্নে পুত্রের মুখ দেখিনু নয়নে॥
এক্ষণে বলগো মাতা উপায় কি করি।
সেক্ তাপ্ বিনা আর রহিতে না পারি॥
স্থবিরা বলেন করি শ্রীহরি স্মরণ।
শ্রীহরির পদরজ করহ লেপন॥
ব্রাহ্মণী বিনয়ে কন শুন শুন মাতা।
শ্রীহরির পদরজ পাব আমি কোথা॥
স্থবিরা বলেন শুন আমার বচন।
যথায় বিরাজমান শ্রীনন্দ নন্দন *॥
তুলসী কানন যথা, যথা পদ্ম বন।
আর যথা হয় বেদ পুরাণাধ্যায়ন॥
তথায় থাকেন হরি শাস্ত্রের লিখন॥
ইহাতে অন্যথা নাহি হবে কদাচন॥
অতএব হৃদে ভাবি শ্রীহরি চরণ।
তুলসী তলার মাটি করহ লেপন॥

---

* তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্ম বনানীচঃ।
পুরাণং পাঠনং যত্র তত্র তিষ্ঠন্তি হে নারদঃ॥

এই কথা শুনে রামা উঠিয়া ত্বরায়।
বৃন্দার সঙ্গেতে গিয়া তুলসী তলায়॥
আপন উদরে অগ্রে মৃত্তিকা লেপিয়া।
পুত্রের উদরে পরে দিল মাখাইয়া॥
পরেতে কিঞ্চিৎ করে মৃত্তিকা লইয়া।
ভক্ষণ করিল রামা শ্রীহরি স্মরিয়া॥
স্থবিরা বলেন কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া।
তুলসী তলায় মাতা দাও ছড়াইয়া॥
ব্রাহ্মণী বলেন মাতঃ কড়ীপাতি নাই।
সবে মাত্র আছে ঘরে কড়ী সওয়া পাই॥
স্থবিরা বলেন তব যেমন সঙ্গতি।
কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনি ছড়াও সংপ্রতি॥
ব্রাহ্মণী বলেন মাতা এঘোর কাননে।
মিষ্টান্ন কিনিতে আমি যাব কোন্ স্থানে॥
স্থবিরা বলেন মাতা কড়ী দেও মোরে।
মিষ্টান্ন যথায় পাই আনি ক্রয় করে॥
এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী কড়ী লয়ে।
প্রাচীনার অঞ্চলেতে দিলেন বান্ধিয়ে॥
মায়ারূপী ভগবান্ উঠি ধিরে ধিরে।
মিষ্টান্ন ক্রয়ের ছলে গিয়ে কিছু দূরে॥

পুরাতে ভক্তের আশা শ্রীমধুসূদন।
পথ হোতে করিলেন পুনরাগমন॥
এখানে ব্রাহ্মণী বসি কুটিরের দ্বারে।
বৃদ্ধারে দেখিয়া কহে হরিষ অন্তরে॥
এবনে মিষ্টান্ন মাতা পাইলে কোথায়।
বৃদ্ধা বলে পাইলাম হরির কৃপায়॥
এক্ষণেতে আন মাতা এক ঘট বারি।
তুলসী তলায় গিয়া হরিলুট করি॥
বৃদ্ধার মুখেতে রামা শুনিয়া ত্বরায়।
পূর্ণঘট লয়ে গেল তুলসী তলায়।
এমত সময়ে যায় সেই পথ দিয়া।
কাঠরিয়া গণ সব কাষ্ট ভার লৈয়া॥
স্থবিরা দেখিয়া সেই কাঠরিয়াগণে।
বলে বাপু একবার বৈস এই স্থানে॥
কাঠরিয়া গণ কহে শুন বুড়ী মাই।
এত বেলা হৈল মোরা কিছু খাই নাই॥
করিতেছে আনচান পরাণ ভুখেতে।
একারণ মোরা হেথা নারিব বসিতে॥
স্থবিরা বলেন সবে বল হরি হরি।
খাবার সামগ্রী ভবে পাবে ত্বরা করি॥

এই কথা শুনে সবে বৃদ্ধার মুখেতে।
মাথা হৈতে কাষ্ঠ বোঝা ফেলিলা ভূমিতে॥
করতালি দিয়া তবে বলে হরি বোল।
হরিবোল হরিবোল হরি হরি বোল॥
বৃদ্ধানারী মিষ্টান্ন লইয়া নিজ হাতে।
ছড়াইয়া দিল সব তুলসী তলাতে॥
কাঠুরিয়াগণ সবে হরি ধ্বনি করে।
মিষ্টান্ন কুড়ায়ে নিল হরিষ অন্তরে॥
পরে সবে মাথে লৈয়ে নিজ নিজ ভার।
আনন্দিত হয়ে চলে আপন আগার॥
অবশিষ্ট যাহা পড়ে রহিল প্রাঙ্গনে।
ব্রাহ্মণী লইয়া তাহা দিলেন বদনে॥
স্থবিরা কণিকা মাত্র লৈয়ে নিজ করে।
আনন্দিতা হয়ে দিল শিশুর অধরে॥
তার পরে ঘট লয়ে হরিধ্বনি কোরে।
উপনীত হইলেন কুটীর ভিতরে॥
বৃদ্ধার নিকটে পরে কহেন ব্রাহ্মণী।
অত্যন্ত হয়েছে ক্ষুধা কি করি জননি॥
রন্ধন করিতে মম সাধ্য নাহি আর।
হাঁড়িতে কিঞ্চিৎ অন্ন আছে কল্যকার॥

যদি মাতা অনুমতি করগো এখন।
তবে সেই পান্ত ভাত করিব ভক্ষণ॥
বৃদ্ধা বলে হৃদে ভাবি শ্রীহরি চরণ।
নির্ভয়েতে পান্তভাত করগো ভোজন॥
আর এক কথা বলি শুন মাতঙ্গিনি।
শ্রীহরি স্মরণে মুক্ত হয় যত প্রাণি॥
অতএব হরি বিনা গতি নাহি আর।
হরিল্লুট বিধি তুমি করিও প্রচার॥
যে যাহা বাসনা করি হরিল্লুট দিবে।
হরির কৃপায় তাহা সফল হইবে॥
পুত্রহীন জনের হইবে পুত্র ধন।
পীড়িত জনের হবে পীড়া বিমোচন॥
অধিক কি কব আর জানিবে পশ্চাতে।
এক্ষণেতে আসি মাতা চলিনু গৃহেতে॥
এই কথা বলি হরি বিদায় হইয়া।
নারীরূপ ত্যজি গেলা বৈকুণ্ঠে চলিয়া॥
শ্রীকুঞ্জবিহারী করি রাধাকৃষ্ণ ধ্যান।
রচিল পুস্তক হরিল্লুট উপাখ্যান॥

মাতঙ্গিনীর স্বদেশে গমন।

এক দিন শিশু লয়ে কুটীর মধ্যেতে।
ব্রাহ্মণী আছেন বসি বিরস মনেতে॥
হেনকালে বৃদ্ধ বিপ্র আসি উত্তরিল।
ভক্তিভাবে মাতঙ্গিনী প্রণাম করিল॥
পদপ্রক্ষালন বারি দিয়া দ্বিজবরে।
প্রসব বৃত্তান্ত সব কহিলেন পরে॥
ব্রাহ্মণ প্রসব বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
গালে হাত দিয়া ভাবিলেন কতক্ষণ॥
পশ্চাতে ধ্যানস্থ হয়ে বৃত্তান্ত জানিয়া।
ব্রাহ্মণীরে সম্বোধিয়া বলেন হাসিয়া॥
তুমি মাতঙ্গিনি ধন্যা কন্যা এসংসারে।
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে কে পারে॥
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তোমার কারণে।
নারীরূপে আসিয়াছিলেন এই স্থানে॥
এইরূপ কথা বার্ত্তা কহি দুই জনে।
ব্রাহ্মণী গেলেন রন্ধনের আয়োজনে॥
রন্ধন ভোজন করি উভয়ে বসিয়া।
মাতঙ্গিনী দ্বিজবরে কহেন হাসিয়া॥

আর কত দিন পিতা থাকিব এবনে।
হরিহরপুরে চল যাই দুই জনে॥
গ্রামের নিকটে আছে দেবী সুরধুনী।
করিবেন প্রাতঃস্নান প্রত্যহ আপনি॥
এই কথা শুনি কহে বৃদ্ধ দ্বিজবর।
গঙ্গা যদি আছে তবে যাইব সত্বর॥
বিলম্বে নাহিক ফল চল কল্য প্রাতে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণী যেন স্বর্গ পায় হাতে॥
ক্রমে ক্রমে হৈল গত দিবস রজনী।
প্রভাতে করিল যাত্রা করি হরি ধ্বনি॥
অগ্রে যান দ্বিজবর পশ্চাতে ব্রাহ্মণী।
শিশুরে লইয়া কোলে গজেন্দ্রগামিনী॥
এক দিন পথ মধ্যে অবস্থান কোরে।
পরদিনে উত্তরিলা হরিহর পুরে॥
মাধব দ্বিজের বাটী করিয়া গমন।
দেখেন মাধব বসি করিছে রন্ধন॥
দ্বিজ শ্রীমাধব দেখি বৃদ্ধ দ্বিজবরে।
বসিতে আসন দিয়া কহে যোড় করে॥
কোথা হৈতে আগমন কহ মহাশয়।
এ দীন হীনের গৃহে আসা কি আশয়॥

বৃদ্ধ দ্বিজবর কহে শুন বিবরণ ।
যে আশায় তব গৃহে হৈল আগমন ॥
শুনিয়াছি তুমি নাকি মুগ্ধ অবিচারে ।
বনবাস দিয়াছ আপন বনিতারে ॥
স্বপনের কথা বাপু সত্য কভু নয় ।
বাতিকের কার্য্য তাহা মানিবে নিশ্চয় ॥
নতুবা স্বপ্নেতে কেহ রাজ্যেশ্বর হয় ।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দেখে সব শূন্যময় ॥
বৃদ্ধ দ্বিজবর মুখে শুনে এই কথা ।
দ্বিজ শ্রীমাধব ভাবে নত করি মাথা ॥
সামান্য এবুড়া নয় পণ্ডিত হইবে ।
নতুবা মনের কথা কিরূপে জানিবে ॥
ইহা মনে বিচারিয়া বৃদ্ধ দ্বিজবরে ।
দ্বিজ শ্রীমাধব কহে অতি ধীরে ধীরে ॥
আমি মূঢ়মতি জ্ঞানহীন অতিশয় ।
কোথা পাব মম পত্নী কহ মহাশয় ॥
বৃদ্ধ কহে তব নারী আসিছে পশ্চাতে ।
পুত্র তব হইয়াছে তাহার গর্ব্ভেতে ॥
শুনিয়া মাধব দ্বিজ ত্বরা করি যায় ।
পুত্রসহ ডাকি আনে আপন আলয় ॥

দেখিয়া গ্রামের লোক আসিয়া তথায়।
বলে মাতা এতদিন ছিলেগো কোথায়॥
মাতঙ্গিনী বলে এই পিতার গৃহেতে।
ছিলাম অরণ্য মাঝে পরম সুখেতে॥
এই কথা বলি রামা শীঘ্রগতি গিয়া।
বৃদ্ধ দ্বিজবরে বলে হাসিয়া হাসিয়া॥
আমার কারণে পিতা হৈল বড় দুঃখ।
বৃদ্ধ বলে এতে মম নাহিক অসুখ॥
ঈশ্বরের স্থানে মাতা মাগি এই বর।
স্বামি পুত্র লয়ে তুমি সুখে কর ঘর॥
এইমত কথা বার্ত্তা কহিয়া তখন।
স্নান পূজা করি সবে করিল ভোজন॥
পরে যত প্রতিবাসি নারীগণ আসি।
ব্রাহ্মণীর নিকটেতে কহে হাসি হাসি॥
বহু দিন পরে অদ্য হৈল দরশন।
এত দিন কোথা ছিলে কহ বিবরণ॥
মাতঙ্গিনী বিবরিয়া সকল কহিল।
শুনে যত নারীগণ চমৎকৃত হৈল॥
পরস্পর হরিলুট সকলে মানিল।
হরির কৃপায় সব সফল হইল॥

এইরূপে হরিলুট হইল প্রচার।
হরি হরি বল সবে হরি কর সার॥
হরি বিনা কভু নাহি বল অন্য বোল।
সকলেতে বল ভাই হরি হরি বোল॥
সংসার অসার ভাই মিছা গণ্ডগোল।
এক মনে বল সবে হরি হরি বোল॥
হরি ভরি পরস্পর সুখে দাও কোল।
হরিবোল হরিবোল বল হরিবোল॥
হরিলুট দিবে যেবা হয়ে এক মন।
আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থ করিবে শ্রবণ॥
হরির কৃপায় তার মঙ্গল হইবে।
জন্মান্তে হরিনামে দুঃখ দূরে যাবে॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীকৃষ্ণবিহারী গ্রন্থ করিল প্রকাশ॥

সংপূর্ণ।